কালের কণ্ঠ

তারিখ 02 MAR 2014

যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয় চায় শিক্ষার্থীরা

রফিকুল ইসলাম ▶

সমাজকর্ম বিভাগের ছাত্রী মুক্ত বাড়ৈ। ইডেন মহিলা কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে। এখন পর্যন্ত তিনি মাত্র তৃতীয় বর্ষ অতিক্রম করতে পেরেছেন। তৃতীয় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার সাত মাস পর ফল পেয়েছেন। বর্তমানে অনার্স চতুর্থ বর্ষ শুরু হয়েছে তাঁর। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, এভাবেই বছরের পর বছর সেশনজটের বোঝা বইতে হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীদের। এ ছাড়া গবেষণা সুবিধা ও গবেষণাগারের অভাব, শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষ সংকটসহ উচ্চশিক্ষার নানা সংকট বিদ্যমান নারী শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী এ কলেজটিতে। শিক্ষার্থীরা মনে করছে, এ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার একমাত্র পথ হতে পারে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা। তাঁদের দাবিও তাই।

এ নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন করে আসছে ইডেন কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা মনে করে, অবকাঠামোগত দিক থেকে কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার দাবি রাখে। যেখানে অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বা তিনের অধিক আবাসিক হল নেই, সেখানে ইডেন কলেজের আবাসিক হল রয়েছে ছয়টি, যা অন্য কোনো কলেজেও নেই। বর্তমানে কলেজের ৩৫ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে, যাদের মধ্যে সাত হাজার শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা পাচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের দাবি ও যুক্তির সঙ্গে একমত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেনেরও। তবে কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয় হলে আসনসংখ্যা কমে যাবে এবং উচ্চশিক্ষায় নারীদের সুযোগ সংকুচিত হবে বলে মনে করেন ইডেন মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপ্না রানী সাহা। তিনি বলেন, এটি নয়, নারীদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় করা হোক।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে, ইডেন মহিলা কলেজের বিভিন্ন বিভাগে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার আগে টেস্ট পরীক্ষা হয়েছে সাত-আট মাস আগে। তবুও ফাইনাল পরীক্ষার কোনো খবর নেই। নেই কোনো নিজস্ব গবেষণাগার। অভাব রয়েছে শিক্ষকদের। নানা সংকটে চলছে কলেজটি। তারা বলছে, কলেজটিতে যে সমস্যা বিরাজ করছে তা বিশ্ববিদ্যালয় করা হলে সমাধান হবে। তাদের আন্দোলনের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছেন সাবেক শিক্ষার্থীরা। তাঁরাও বলেন, সময়ের পরিক্রমায় কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

শিক্ষার্থীরা জানায়, চার বছরের অনার্স শেষ করে আরো তিন বছর আগে চাকরির পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা। তবে এখনো অনার্স পরীক্ষা শেষ করতে পারেনি তারা। চার বছরের অনার্স শেষ করতে সময় লাগছে সাত-আট বছর। সাবেক শিক্ষার্থী মাহফুজা রহমান বলেন, 'ইডেন কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় করা হলে নারীদের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার দ্বার আরো উন্মোচিত হবে।'

জানা গেছে, ২০০৫ সালে জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত তখন জগন্নাথ কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৮ হাজার। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২১ হাজার। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর ভর্তি করা হয় ১২ হাজার ৫০০ ছাত্রছাত্রী এবং এর শিক্ষার্থী সংখ্যা সাড়ে চার হাজার। আহাসীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ অনুষদে ২৭ বিভাগের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৭ হাজার।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৮৭৩ সালে পুরান ঢাকার ফরাশগঞ্জে ব্রাহ্মণ নারীদের জন্য ইডেন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীকালে ১৮৭৮ সালে ফিমেল স্কুল নামে চালু হয় এটি। ১৯২৬ সালে কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক চালু হয়। ১৯৬৩ সালে ঢাকার আজিমপুরে বর্তমানের জায়গায় কলেজটি স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে কলেজটিতে চারটি অনুষদের ২২টি বিভাগে ৩৫ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। কলেজটি স্থাপিত হয়েছে ১৮ একর জায়গার ওপর। তবে শিক্ষক সংখ্যা মাত্র ২৪০।

শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক আন্দোলন : প্রাচীন এই মহিলা কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলন করছে শিক্ষার্থীরা। তারা মানববন্ধন, বিক্ষোভ ও শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি ও সমাবেশ করেছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ারও ঘোষণা দিয়েছে।

কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী বীণা সিকদার বলেন, এই কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কলেজটিকে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা জরুরি। কারণ অবকাঠামোগত দিক থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কম নেই এটির। তবে এটি কি শুধু মেয়েদের জন্য হবে, নাকি উভয়েরই জন্য হবে—এ নিয়ে রূপরেখা হতে পারে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার যোগ্য এটি।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক স্বপ্না রানী সাহা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করতেই পারে। তাদের আন্দোলনে কোনো বাধা দেওয়া হচ্ছে না।' ভিন্ন মত ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'নারীদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় করা হোক; তবে এটি নয়। এটিকে বিশ্ববিদ্যালয় করা হলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়ন কমে যাবে। কলেজটির সিট সংখ্যা কমে যাবে।' সেশনজট কমাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, 'ইডেনকে বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন যৌক্তিক। এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় করা হলে কোনো সমস্যা হবে না। কারণ এখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রয়েছে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় করা হলে